দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সিপিপি প্রশাসন অধিশাখা

বিষয় : ‘জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা’ এর খসড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোডকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ‘জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা’ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত খসড়ার উপর সকলের মতামত গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করা প্রয়োজন। মতামত ই-মেইল এড্রেস: **harun.rashid@modmr.gov.bd-এ** অথবা হার্ডকপিতে মন্ত্রণালয়ের সিপিপি অধিশাখার উপসচিব বরাবর প্রেরণ করা যাবে।

এমতাবস্থায়, ‘জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা’ এর খসড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড কারার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ **১৪** (চৌদ্দ) পৃষ্ঠা।

(মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ)
উপসচিব (সিপিপি)
ফোন-৫৫১০০৩৬৭

১৩/৪/২০২৩

সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ইউ,ও নোট নং-৫১.০০.০০০০.৩১০.২২.০০২.২২-৩০ তারিখঃ ১৩/০৪/২০২৩ ইং।

অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২। অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা (খসড়া)

(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিমার্জিত) (সকলের মতামতের জন্য)

প্রস্তাবনা

স্বেচ্ছাসেবা স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রমে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। সমাজ ও দেশের স্বার্থে স্বেচ্ছাসেবকগণ যে কোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় দ্রুত সাড়াদানকারী হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বাংলাদেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই মানবিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযুক্তি এবং অবদান ও ব্যাপকতা উল্লেখযোগ্যভাবে দৃশ্যমান। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, সরকারের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, রূপকল্প ২০৪১, বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে স্বেচ্ছাসেবার ভূমিকা অত্যন্ত সহায়ক মর্মে বিবেচিত হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ও ১৯(১)অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও সকলের জন্য সমসুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর ১৩ ধারায় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এবং সমাজ-সংস্কৃতিতে স্বেচ্ছাসেবার চর্চা রয়েছে । দেশের সকল ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সমন্বিত কৌশল হিসেবে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমকে আরো সুবিন্যস্ত, কার্যকর ও যুগোপযোগী করার জন্য জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

অধ্যায় ০১: জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা ২০২৩ প্রণয়নের পটভূমি

### ১.	ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বেচ্ছাসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। উপকূলীয় অঞ্চলে ১৯৭০ সালে প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১০ (দশ) লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ করে সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁর সময়োপযোগী ও দূরদর্শী উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে সরকারিভাবে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর এই অনন্য উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবার রোল মডেল হিসেবে বাংলাদেশ বহিঃবিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ দক্ষ ও জনমুখী সরকার, নিরাপত্তা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, সেবাখাত এবং আইনের সুষম প্রয়োগের মাধ্যমে সবার জন্য উন্নয়ন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ ও যুবকদের দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর এবং তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা ২০২২ প্রণয়নের মাধ্যমে এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবার অন্তর্ভুক্তি, সমন্বয় ও বিকাশ সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমকে কাঠামোবদ্ধ ও পদ্ধতিগত রূপদান করা সম্ভব হবে।

২. প্রেক্ষাপট

স্বেচ্ছাসেবকগণ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। জাতীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবকগণের অবদানের বিষয়ে তথ্যভান্ডার তৈরি, স্বেচ্ছাসেবকগণকে সংগঠিত করা, কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা বজায় রাখা, সুরক্ষা এবং স্বীকৃতির জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে, জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবা সংস্থার (UN Volunteers) কারিগরী সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালার খসড়া ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপিত হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিধায় নীতিমালাটির উদ্যোক্তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হওয়া সমীচীন হবে। এছাড়া, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে নীতিমালাটি বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা ২০২৩' চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও স্বেচ্ছাসেবা

স্বেচ্ছাসেবা বিকাশের ক্ষেত্রে অধিকারভিত্তিক অ্যাপ্রোচ, জেন্ডার সমতা, অন্তর্ভুক্তিতা এবং সক্ষমতা উন্নয়নে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, সরকারের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্য, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, রূপকল্প ২০৪১ এবং বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে স্বেচ্ছাসেবার ভূমিকা অত্যন্ত সহায়ক মর্মে বিবেচিত।

৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও স্বেচ্ছাসেবা

বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দেশের জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন। শক্তিশালী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যতীত কোনো উন্নয়ন কার্যক্রমই টেকসই করা সম্ভব নয়। সেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ধারণা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু ত্রাণ নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি ও পরিমার্জন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক আইন, নীতি, বিধি ও আদেশের সর্বোত্তম চর্চার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (DRR) এবং জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা (ERM) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কাঠামোর মধ্যে রয়েছে :

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২।
(২) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫।
(৩) দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯।
(৪) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০২১-২০২৫।

বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

৫. জাতিসংঘ ও স্বেচ্ছাসেবা

স্বেচ্ছাসেবা প্রসারের জন্য জাতিসংঘ (ইউ. এন) বিভিন্ন রেজোলিউশনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে (১৯৮৫-জাতিসংঘ সাধারণ সভা-ইউ.এন.জি.এ. রেজোলিউশন ৪০/২১২)। এছাড়া, জাতিসংঘ সাধারণ সভায় (ইউ.এন.জি.এ) 'পরিকল্পনা কার্যক্রম, ২০১৫ (A/RES/70/129)' এবং 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) ২০৩০' এর জন্য স্বেচ্ছাসেবার আলোচ্যসূচি (A/RES/73/140)' নামে দুটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রেজোলিউশনসমূহের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবাকে প্রাধান্য ও উৎসাহ প্রদানের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

অধ্যায় ০২: জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা ২০২৩ এর বিবরণ

১. জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১.১ লক্ষ্য :

স্বেচ্ছাসেবাকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালার মূল লক্ষ্য। মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক এবং সামগ্রিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখা; স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে অনানুষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবী এবং নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করাও এ নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য।

১.২ উদ্দেশ্য:

১.২.১ জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছাসেবার অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১.২.২ সরকার কর্তৃক প্রণীত দীর্ঘমেয়াদী নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি এবং এস.ডি.জি এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে স্বেচ্ছাসেবার অগ্রাধিকার প্রদান।

১.২.৩ স্বেচ্ছাসেবার মূলচেতনার উন্নয়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছাসেবাকে সুদৃঢ় করা।

১.২.৪ শোভন কাজের (Decent Work) চর্চা এবং কমিউনিটির জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।

১.২.৫ স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন, অন্তর্ভূক্তি, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, দায়িত্ব প্রদান, তত্ত্বাবধান, অবস্থান ও প্রস্থান পরিকল্পনা চিহ্নিত করে একটি কার্যকরী স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন করা।

১.২.৬ স্বেচ্ছাসেবকদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে জনকল্যাণে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১.২.৭ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে জনগণের সম্পৃক্ততা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করা।

১.২.৮ যে কোনো দুর্যোগে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের সদাপ্রস্তুত রাখা এবং উৎসাহ প্রদান করা।

১.২.৯ সমন্বিত পদ্ধতিতে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা।

১.২.১০ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবকদের অবদান নিরূপণের কার্যকরী কৌশল প্রতিষ্ঠা করা।

১.২.১১ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক সম্প্রীতি, জেন্ডার সমতা, সংহতি ও সহনশীলতার প্রসার।

১.২.১২ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান।

২. স্বেচ্ছাসেবার সংজ্ঞা ও ধরন

'স্বেচ্ছাসেবা' হলো এমন কাজ বা কার্যক্রম যা কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা ছাড়া জনসাধারণের কল্যাণে করা হয়। অধিকন্তু স্বেচ্ছাসেবার সংজ্ঞা ও ধরনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে :

২.১ আনুষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবা: বিভিন্ন সংস্থা, কমিউনিটি গ্রুপ বা অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতায় কাঠামোবদ্ধ/প্রাতিষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবা যা দীর্ঘমেয়াদী এবং এতে স্বেচ্ছাসেবকদের দৃঢ়সংকল্প ও নিয়মিত উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। এ ধরনের স্বেচ্ছাসেবায় বিভিন্ন ধরনের নীতি ও প্রক্রিয়া জড়িত।

২.২ অনানুষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবা: অনানুষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবা কাঠামোবদ্ধ নয় এবং দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ করাই এর অন্যতম লক্ষ্য। এটি অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং এখানে আর্থিক সংশ্লেষ থাকে না। স্থানীয় পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবা ধারণাটিই উত্তম চর্চা হিসেবে অনুশীলিত হয়।

২.৩ সমাজকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবা: এক্ষেত্রে সমাজের সাধারণ কল্যাণ বা অ্যাডভোকেসির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ এক সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ধরনের স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক দুই ধরনেরই হতে পারেন এবং এটি সময়াবদ্ধ নয়।

২.৪ প্রকল্পভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবা: এ ধরনের স্বেচ্ছাসেবার সময়সীমা নির্ধারিত থাকে। স্বেচ্ছাসেবকগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এ ধরনের স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে স্বেচ্ছাসেবকগণের বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

৩. স্বেচ্ছাসেবার মূলনীতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম দেশের স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে পরিচালিত হবে। বাংলাদেশের সকল প্রান্তের, সকল পর্যায়ের জনগণের মধ্য থেকে নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকগণ যে কোনো বিপর্যয় ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

৪. স্বেচ্ছাসেবার পরিচালন নীতিসমূহ

৪.১ স্বেচ্ছাসেবাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকরী সহায়ক উপাদান ও সম্ভাব্য উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৪.২ স্বেচ্ছাসেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার বাইরে কাউকে সেবা প্রদানে বাধ্য করা যাবে না।

৪.৩ স্বেচ্ছাসেবা কৌশল এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে যেন স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি/দল/সংগঠন ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে সুবিধা অর্জন করতে না পারে।

৪.৪ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে কোনো আর্থিক সুবিধা বা মুনাফা লাভ করা যাবে না।

৪.৫ স্বেচ্ছাসেবাকে বিকল্প চাকরি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

৪.৬ স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য সমতা-ভিত্তিক সুযোগ (Equity) নিশ্চিত করা হবে।

৪.৭ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে মানবপ্রেম, সামাজিক সাম্য ও সহাবস্থান নিশ্চিত করা হবে।

৪.৮ সরকার এবং অন্য অংশীজন কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা হবে।

৪.৯ অধিক উৎকর্ষতার সাথে কাজ করার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক এবং আইনগত সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা হবে।

৪.১০ স্বেচ্ছাসেবকগণ জনকল্যাণের লক্ষ্যে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনে জনগণকে সহায়তা করবেন।

৪.১১ স্বেচ্ছাসেবকগণ সৎ এবং উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন হবেন।

৪.১২ নারী, প্রতিবন্ধী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে সমান অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা হবে।

৫. স্বেচ্ছাসেবার চ্যালেঞ্জসমূহ

৫.১ জনসাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবা সংস্কৃতির আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার বিষয়ে সংবেদনশীলতা ও সচেতনতা জাগ্রতকরণ;

৫.২ দেশের দুর্গম অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম নিশ্চিত করা;

৫.৩ স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতা নিশ্চিত করা;

৫.৪ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থাসমূহের জন্য স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম সমন্বিত, লক্ষ্যনির্ভর ও সুনির্দিষ্ট করা এবং সে অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা;

৫.৫ স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সন্তোষজনক উপযুক্ত কোনো নেটওয়ার্ক না থাকায়, স্বেচ্ছাসেবকদের প্রত্যাশা পূরণ এবং স্বেচ্ছাসেবকরা যেসব সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সেসব সংস্থা কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আশানুরূপ নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা;

৫.৬ যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে বেসরকারি সেক্টর ও কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৫.৭ স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম ও তার প্রভাব নিরুপণ করার জন্য নির্দিষ্ট কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন করা;

৫.৮ স্বেচ্ছাসেবার চাহিদা, যোগান, মানোন্নয়ন পদ্ধতি, অর্জন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের পর্যাপ্ত তথ্যের ডাটাবেজ তৈরির জন্য কারিগরী সহায়তা নিশ্চিত করা;

৫.৯ স্বেচ্ছাসেবার স্বীকৃতি, প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ, সুরক্ষা ও সক্ষমতা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৫.১০ স্বেচ্ছাসেবায় যৌন নিপীড়ন, হয়রানি বা অপব্যবহার রোধে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬. স্বেচ্ছাসেবার সম্ভাবনা ও উন্নয়ন কৌশল

স্বেচ্ছাসেবার উন্নত ব্যবস্থাপনা, সমন্বয়, স্বীকৃতি প্রদান ও প্রসারের নিমিত্ত নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে:

৬.১ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে সমাজে বৈষম্যহীন, সহনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৬.২ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৬.৩ সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের অবদান জাতীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মানদন্ডে মহৎ ও শোভন কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। সে লক্ষ্যে, স্বেচ্ছাসেবার মূল চেতনা, সংহতি, সহানুভূতি, সহনশীলতা এবং সমাজে নিস্বার্থবোধ ছড়িয়ে দিতে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা পরিকল্পিত এ্যাডভোকেসি কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

৬.৪ স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যকর ভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহের আওতায় সংগঠিত করার লক্ষ্যে সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য পরিসেবা সরবরাহে সম্পদ নিয়োজিত করবে। এর ফলে স্বেচ্ছাসেবার নবতর ধ্যান-ধারণা গ্রামাঞ্চল ও শহর তথা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৫ স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে সচেতন করা হবে। সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে মানুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিসহ শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চল ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবা সম্প্রসারণ ও সামগ্রিক উন্নয়নে অবদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৬.৬ শিক্ষাক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবার বিষয়টি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা হবে, যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং আগামী প্রজন্মের স্বেচ্ছাসেবায় অন্তর্ভুক্তি ও সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করবে। এছাড়া নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, হিজড়া ও অন্যান্য প্রবীণ নাগরিক যারা বর্তমানে এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তাদেরকেও এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা হবে।

৬.৭ কর্পোরেট ও বেসরকারি ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবার ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটির আওতায় কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাসেবা বাধ্যতামূলক করা হবে, যা ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়ক হবে।

৬.৮ স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে অনাবাসী বাংলাদেশীদের অন্তর্ভূক্তিকরণের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ও এ লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্স এ প্রতিনিধি নির্বাচনের অনুরোধ জানানো হবে।

৬.৯ শিক্ষিত বেকার, দক্ষ যুবসমাজ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, শিক্ষক ও অন্যান্য প্রবীণ নাগরিকের আগ্রহের ভিত্তিতে জাতীয় কল্যাণে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগের জন্য সংগঠিত করা হবে।

৬.১০ স্বেচ্ছাসেবা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে উন্নত কৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

৬.১১ অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবকদের সেবা গ্রহণ নিশ্চিত করতে নমনীয় কর্মকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

৬.১২ স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ডেটাবেজ ও মানসম্মত তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তথ্যকেন্দ্রে সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য বিনিময় এবং গবেষণার মাধ্যমে কার্যকরভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের চাহিদা ও যোগান নির্ভর তথ্য ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করা হবে।

৭. স্বেচ্ছাসেবার ব্যাপ্তি ও সীমাবদ্ধতা

৭.১ স্বেচ্ছাসেবার ব্যাপ্তি এসডিজি-এর সকল অভীষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের বাধ্যতামূলক কার্যাবলি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

৭.২ অধিকন্তু, জনগণের নিজ এলাকায় নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা থাকবে:

- কমিউনিটি শিক্ষা ও শিখন কার্যক্রম;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী গ্রুপ;
- দুস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার গ্রুপ;
- পরিবেশ গ্রুপ;
- কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ;
- কমিউনিটি ও রাজনৈতিক গ্রুপ;

- সংগঠিত সামাজিক গ্রুপ;
- সমন্বিত কমিউনিটি কার্যক্রম;
- কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসব;
- খেলাধুলা, বিনোদন ও অবসর সময়ের কার্যক্রম;
- কর্পোরেট স্বেচ্ছাসেবা;
- সেবা প্রদান (যেমন-কাউকে সহযোগিতা করা);
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ (যেমন-উপদেষ্টা কমিটি);
- অনলাইন স্বেচ্ছাসেবা।
- প্রাসঙ্গিক ও স্বতঃস্ফুর্ত স্বেচ্ছাসেবা

৭.৩ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ স্বেচ্ছাসেবার মূল বিষয়কে ধারণ করলেও এ নীতিমালায় স্বেচ্ছাসেবা হিসেবে গণ্য করা হবে না :

- বাধ্যতামূলক শিখন সেবা;
- আদালতের আদেশে প্রদেয় সেবা;
- ইন্টার্নশিপ, আনুষ্ঠানিক কর্মঅভিজ্ঞতা ও কারিগরি কর্মসমূহ;
- বাধ্যতামূলক সরকারি কর্মসূচি;
- ব্যক্তি বা পারিবারিক প্রয়োজনে যে কোন আর্থিক অনুদান বা সেবা ও রক্তদান;

৮. স্বেচ্ছাসেবকের প্রকারভেদ

এই নীতিমালার আওতায় নিম্নবর্ণিত স্বেচ্ছাসেবক দলকে বিবেচনা করা হবে:

৮.১ সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক : যাদের বয়সসীমা ১৮-৬৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ;

৮.২ প্রবীণ স্বেচ্ছাসেবক : সেইসব ব্যক্তি (সর্বোচ্চ ৭০ বছর বয়স্ক) যারা আনুষ্ঠানিক চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর স্বেচ্ছাসেবায় নিযুক্ত হতে আগ্রহী;

৮.৩ অনলাইন স্বেচ্ছাসেবক : যে সব ব্যক্তি বা গ্রুপ ভার্চুয়ালি স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম প্রদান করে থাকেন অথবা আগ্রহী হবেন;

৮.৪ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক : যেসব ব্যক্তি বা গ্রুপ কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন;

৮.৫ আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক : বিদেশী নাগরিক যারা বাংলাদেশ এবং বিদেশে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকেন;

৮.৬ অনিবাসী স্বেচ্ছাসেবক : অনিবাসী বাংলাদেশী যারা স্বেচ্ছাসেবায় অংশ নেন;

৮.৭ কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক : যখন কোন ব্যক্তি বা গ্রুপ অনানুষ্ঠানিকভাবে নিজ কমিউনিটির উন্নয়নে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন;

৮.৮ পেশাদার স্বেচ্ছাসেবক : সে সকল পেশাজীবি (যেমন-ডাক্তার ও_ইঞ্জিনিয়ার) যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং খন্ডকালীনভাবে স্বেচ্ছাসেবা প্রদানের প্রস্তাব দিয়ে থাকেন।

৯. নীতিমালা বাস্তবায়ন

জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা বাস্তবায়নে জরুরি ভিত্তিতে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ সকল উদ্যোগের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ গঠন, স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির জন্য অ্যাডভোকেসির পরিকল্পনা, সার্বিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবার ইতিবাচক ভূমিকা প্রচার এবং নীতিমালাটি বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ অন্যতম। তাছাড়া, স্বেচ্ছাসেবকদের মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১০. স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

১০.১ স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালার উদ্দেশ্য অর্জনে পরিকল্পিত অ্যাডভোকেসি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবার বিকাশ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচি উদযাপনের মাধ্যমে জনকল্যাণে স্বেচ্ছাসেবার গুরুত্ব ও ঐতিহ্য এবং উত্তম চর্চার বহুল প্রচার করা হবে।

১০.২ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাথে সমন্বয় করে একীভূত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবা চেতনার বিকাশে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে নিবিড় সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করবে।

১১. স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা

১১.১ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

১১.১.১ পেশাগত দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের কোনো প্রকারের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১১.১.২ বিদ্যমান আইন/বিধি/রেগুলেশনের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ অর্থাৎ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা স্বেচ্ছাসেবকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সর্বসম্মতিক্রমে মানসম্মত কার্যসম্পাদন পদ্ধতি (এস.ও.পি.) নির্ধারণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১১.১.৩ স্বেচ্ছাসেবার সাথে সম্পৃক্ত সংগঠনগুলো স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তা ও তাদের কোনো কার্যক্রমে স্থানীয় কমিউনিটির কোনো সদস্যের কোনো ক্ষতি যেন না হয় তা প্রতিরোধে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করবে।

১১.২ অলাভজনক, কর্পোরেট ও সরকারি সংস্থাসমূহের দায়বদ্ধতা

১১.২.১ সরকারি দপ্তর/সংস্থা, অলাভজনক কর্পোরেট সংগঠন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবককে উক্ত সংস্থার পক্ষে কৃত কোনো কার্যক্রমের নেতিবাচক প্রভাবের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যাবে না; যদি;

(১) স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের কর্ম পরিধির মধ্য থেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকেন;

(২) স্বেচ্ছাসেবক সুনির্দিষ্ট স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত, প্রত্যায়িত বা অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন;

(৩) স্বেচ্ছাসেবকের অপরাধী মনোভাব বা ইচ্ছাকৃত অসদাচরণ, দায়িত্বে চরম অবহেলা, বেপরোয়া মনোভাব, উদাসীনতার কারণে অন্যের অধিকার ও নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়;

(৪) নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবক কর্তৃক যে কোনো যানবাহন পরিচালনার সময়ে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে।

১১.২.২ নিযুক্তকারী সংস্থা/কর্পোরেট সংগঠন স্বেচ্ছাসেবকদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে; ব্যর্থতায় ক্ষতিগ্রস্ত স্বেচ্ছাসেবককে/পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

১১.২.৩ স্বেচ্ছাসেবকের কর্তব্যে অবহেলার জন্য কোনো ধরনের ক্ষতির দায় নিতে প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে বাধ্য করা যাবে না।

১১.৩ অসন্তোষ ও অভিযোগ

স্বেচ্ছাসেবকদের অভিযোগ নিরসনের ক্ষেত্রে নিযুক্তকারী প্রতিষ্ঠান সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

১১.৪ তথ্যের গোপনীয়তা

স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিয়োজিত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য গোপন রাখতে হবে। অনুরূপভাবে, স্বেচ্ছাসেবকের ব্যক্তিগত তথ্যও নিযুক্তকারী সংস্থা গোপন রাখবে।

১১.৫ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ

১১.৫.১ স্বেচ্ছাসেবকগণ বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশিত দায়িত্ব গ্রহণে সদা প্রস্তুত থাকবেন। নতুন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ, স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবকদের বাছাই করা দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ বিবেচিত হলে স্বেচ্ছাসেবক সংযুক্তির মাধ্যমে পরিস্থিতি নিরসন করা যাবে ।

১১.৫.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য যে কোন অপ্রত্যাশিত সমস্যায় স্থানীয় জনগণকে জরুরি সেবা প্রদানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে স্বেচ্ছাসেবকগণ সেখানে কাজ করবেন। স্বেচ্ছাসেবা ব্যবস্থাপনার সাথে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ আন্তঃমন্ত্রণালয় বা আন্তঃবিভাগীয় সভায় আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

১১.৬ স্বেচ্ছাসেবকদের স্বীকৃতি

১১.৬.১ সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি সংস্থা (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক), উন্নয়ন সহযোগী, কর্পোরেট সেক্টর এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জেন্ডার নির্বিশেষে স্বেচ্ছাসেবকদের বহুমাত্রিক অবদান/কর্মপ্রবাহের স্বীকৃতি প্রদান নিশ্চিত করবে।

১১.৬.২ উন্নয়ন কার্যক্রমে সংযুক্তির ক্ষেত্রে শারীরিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধাসমূহ নিরসন করে স্বেচ্ছাসেবকদের নিযুক্তির সম্ভাবনার বিষয়টিকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। জাতীয় জীবনে স্বেচ্ছাসেবার প্রসারের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বেসরকারি সংস্থাসমূহ সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করবে। এ লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ সহায়তা প্রদান করবে:

(১) জাতীয় পরিসেবা খাতের জিডিপিতে স্বেচ্ছাসেবার অবদানের পরিমাপ ও স্বীকৃতির প্রতিফলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(২) স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

(৩) বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত জনকল্যাণের জন্য শোভন স্বেচ্ছাসেবার স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে মনোনীত স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকা প্রণয়ন ও সুপারিশ করবে (পরিশিষ্ট-ক)।

(৪) জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়ন কাউন্সিল মাঠ পর্যায়ের সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক জাতীয়ভাবে স্বীকৃতির জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা অনুমোদন করবে।

(৫) দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবার প্রসার ও স্বেচ্ছাসেবকদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য প্রতি বছর ৫ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবা দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সমন্বয় করবে।

১১.৭ প্রশাসনিক কার্যক্রম

স্বেচ্ছাসেবার উন্নয়ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়ন কাউন্সিল এবং স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিদপ্তর/পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হবে। এর অধীনে একটি ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১১.৮ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা তথ্য ব্যবস্থাপনা

১১.৮.১ স্বেচ্ছাসেবার সঙ্গে যুক্ত সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনসমূহের তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর আওতায় একটি কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১১.৮.২ স্বেচ্ছাসেবা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সকল প্রতিষ্ঠানসহ স্বেচ্ছাসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রবেশাধিকার থাকবে। স্বেচ্ছাসেবা তথ্য ব্যবস্থাপনাকে সরকারের অন্যান্য তথ্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ যেমন, ই-গভর্ন্যান্স, এটুআই কর্মসূচি (a2i), পৌর ডিজিটাল সেন্টার (পিডিসি), ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

১১.৮.৩ তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনার জন্য তথ্য ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন ও নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ করা হবে। সকল অংশীজন যাতে জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে যথাসময়ে যথাযথ তথ্য সংযুক্ত করতে পারে সে লক্ষ্যে এ পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী করা হবে। এ পদ্ধতির আওতায় নিম্নরূপ উদ্যোগ গ্রহণ ও সেবা প্রদান করা হবে:

(১) সকল সেক্টরে স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ততা, চাহিদা ও যোগদান চিহ্নিত করা;

(২) আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বিনিময় কর্মসূচি ও স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য চাহিদা চিহ্নিত করা;

(৩) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে স্বেচ্ছাসেবা মানবসম্পদের ভবিষ্যত চাহিদা ও যোগানের তথ্য সরবরাহ করা;

(৪) স্বেচ্ছাসেবার মানোন্নয়ন ও সংযুক্তির জন্য ট্রেসার ষ্টাডির ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

(৫) স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও রিপোর্টিং-এর জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা চিহ্নিতকরণ ও দায়িত্ব প্রদান করা;

(৬) বিভিন্ন সংস্থার চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্পের তথ্য সরবরাহ করা ;

(৭) স্বেচ্ছাসেবা সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান ও অন্যান্য রেগুলেশনের আওতায় সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার ও বাধ্যবাধকতার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

১১.৯ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহ স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ে বৈদেশিক সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চাহিদাভিত্তিক তথ্য সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে।

১১.১০ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) ডাটাসেল অভিবাসী স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ততার সুযোগ এবং বিনিময় কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর সাথে একযোগে কাজ করবে।

১১.১১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্বেচ্ছাসেবার চাহিদা ও যোগানের তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও সম্পদের সঠিক ব্যবহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১১.১২ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ

১১.১২.১ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজনীয় যাচাইবাছাই এবং দাপ্তরিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে পারবেন।

১১.১২.২ স্বেচ্ছাসেবা কর্মসংস্থান, বেতনভুক্ত বা লাভজননক হিসেবে গণ্য না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগে সহজ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

১১.১২.৩ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের ক্ষেত্রে সমতা, ন্যয্যতা, ভারসাম্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পন্থা গ্রহণ করা হবে।

১১.১২.৪ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগের মেয়াদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা, মাননবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, কাজের ধরণ বা দায়িত্বের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

১১.১২.৫ নির্দিষ্ট কোনো কাজের প্রতি আগ্রহ বা স্বেচ্ছাসেবার প্রতি সাধারণ আগ্রহের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হবে। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা, জ্ঞান, প্রশিক্ষণ, অঙ্গীকার ও সৃজনশীল কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হবে।

১১.১২.৬ স্বেচ্ছাসেবকদের দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন, বিধি, নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিচালন পদ্ধতি (এসওপি) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১১.১২.৭ স্বেচ্ছাসেবক বাছাই, নির্বাচন ও নিয়োগের প্রয়োজনীয় মানদন্ড ও প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি স্বেচ্ছাসেবকদেরকে আবেদনের সময় অবহিত করা হবে।

১১.১২.৮ স্বেচ্ছাসেবকদের আবেদনসমূহ প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুসারে বাছাই করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকদেরকে কাজে যুক্ত হওয়ার পূর্বেই একটি গ্রহণযোগ্য সাধারণ আচরণবিধি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতে হবে।

১১.১২.৯ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগে অতীত অপরাধ ও অপরাধের অভ্যাসগ্রস্থতা প্রয়োজনে যাচাই করা হবে।

১১.১২.১০ নতুন কোন দায়িত্বে সংযুক্তি কিংবা নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১.১২.১১ শিক্ষার্থীদের ছুটি বা চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষে স্বেচ্ছাসেবায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

১১.১২.১২ নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক দায়িত্ব পালনকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে ছুটি গ্রহণ করতে পারবেন যা স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালনের মেয়াদকে পরিবর্তন বা বর্ধিত করবে না।

১১.১২.১৩ সকল নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবককে দায়িত্বপালনের সময় ছবিযুক্ত পত্র এবং অথবা ব্যাজ পরিধান করতে হবে।

১১.১৩ স্বেচ্ছাসেবকের অধিকার ও দায়িত্ব

নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ নিম্নরূপ অধিকার ভোগ করবেন এবং দায়িত্ব পালনে শ্রদ্ধাশীল হবেন:

১১.১৩.১ অধিকারসমূহ

(১) স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ক তথ্য ও সুবিধা সম্পর্কে জানার অধিকার;

(২) সংগঠনে অভিযোগ জানানো ও প্রতিকার পাওয়ার অধিকার;

(৩) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের কাজকে প্রভাবিত করে এমন তথ্য জানা ও পরামর্শ করার অধিকার;

(৪) নির্দিষ্ট মেয়াদে স্বেচ্ছাসেবা কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ভাতা ও ব্যয় সমন্বয়ের সুযোগ গ্রহণের অধিকার;

(৫) সহায়ক কর্ম পরিবেশের অধিকার;

(৬) স্বেচ্ছাসেবায় প্রবেশ ও কর্মকালীন প্রয়োজন অনুসারে রিফ্রেসার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা উন্নয়নের অধিকার;

(৭) ব্যক্তিগত তথ্য ও গোপনীয়তার অধিকার;

(৮) জেন্ডারসমতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশে কাজ করার অধিকার;

(৯) নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অধিকার;

(১০) বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের আশংকা থাকলে বীমা গ্রহণের অধিকার।

১১.১৩.২ দায়িত্বসমূহ

(১) সকল স্বেচ্ছাসেবক দেশের প্রচলিত আইন, বিধি, মূল্যবোধ, প্রথা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন ;

(২) নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন;

(৩) প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণ করবেন;

(৪) বিভিন্ন কমিউনিটির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখবেন;

(৫) ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জেন্ডার ও বয়স্ক ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলকে সম্মান করবেন;

(৬) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কমিউনিটি সংগঠন/ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর তথ্যের নিরাপত্তা বিধান করবেন।

১১.১৪ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ

পরিচালন ব্যবস্থায় নিবিড় সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠান জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে নিম্নরূপ অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে:

১১.১৪.১ জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে নারীদের স্বেচ্ছাসেবায় অংশগ্রহণ বিষয়ক চিত্র তুলে ধরা হবে।

১১.১৪.২ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আওতায় স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

১১.১৪.৩ বিভিন্ন নীতিমালা ও কৌশলের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবা ও জেন্ডার সমতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১১.১৪.৪ বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অধিক হারে সংযুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১১.১৫ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন

১১.১৫.১ স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের সুবিধার্থে তাদের জন্য অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হবে।

১১.১৫.২ কর্মকালিন প্রশিক্ষণ: স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য কর্মকালিন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

১১.১৫.৩ স্বেচ্ছাসেবার কার্যক্রমে সংযুক্তিকালীন ধারাবাহিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা হবে।

১১.১৫.৪ দুর্যোগকালে উদ্ধারকার্য সম্পাদন ও উদ্ধার সরাঞ্জামাদি ব্যবহারের নিমিত্ত স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১.১৬ স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন
স্বেচ্ছাসেবকদের দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১.১৭ স্বেচ্ছাসেবা ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়:

১১.১৭.১ প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের জন্য একজন নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবককে স্বেচ্ছাসেবা ব্যবস্থাপক ও সমন্বয়কারীর দায়িত্ব প্রদান করা হবে। স্বেচ্ছাসেবা ব্যবস্থাপক নিম্নরূপ কার্যক্রম করবেন:

(১) সংগঠন/সংস্থার নিয়মনীতি অনুসারে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা;

(২) স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের বিভিন্ন চাহিদা চিহ্নিতকরণ ও কীভাবে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জিত হবে তা নির্ধারণ, তা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সেগুলোর পর্যাপ্ত তথ্য সংরক্ষণ (Documenation) নিশ্চিত করা;

(৩) স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন;

(৪) স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য কর্মকর্তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা;

(৫) স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং বীমার সুযোগ নিশ্চিত করা;

১১.১৭.২ স্বেচ্ছাসেবা সমন্বয়কারী নিম্নরুপ দায়িত্ব পালন করবেন

(১) স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান;

(২) কর্মক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা;

(৩) স্বেচ্ছাসেবকদের তথ্য নিবন্ধন করা;

(৪) স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১১.১৮ স্বেচ্ছাসেবকদের স্ব স্ব সংগঠন নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবে:

১১.১৮.১ স্বেচ্ছাসেবা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

১১.১৮.২ স্বেচ্ছাসেবা কর্মসূচিগুলো যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা;

১১.১৮.৩ নীতিমালার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বীমা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১১.১৮.৪ সংগঠনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, পর্যালোচনা ও নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১১.১৮.৫ কর্মকৌশলের কার্যকারিতা নিশ্চিতে প্রয়োজন অনুসারে স্ব-স্ব নিয়ম-নীতির পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১১.১৯ স্বেচ্ছাসেবক অপসারণ
নিম্নবর্ণিত কারণে একজন স্বেচ্ছাসেবক সেবায় অযোগ্য, নিষিদ্ধ ও অপসারিত হবেন:

১১.১৯.১. আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে;

১১.১৯.২. যে কোন ধরনের যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে;

১১.১৯.৩. যে কোন প্রকার মাদকে আসক্ত হলে;

১১.১৯.৪ নীতিমালা ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যক্রমে দোষী সাব্যস্ত হলে;

১১.১৯.৫ রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেলে।

১১.২০ আর্থিক ব্যবস্থাপনা
স্বেচ্ছাসেবার জন্য প্রাপ্ত অর্থ ব্যবস্থাপনায় সরকারি আর্থিক বিধি ও পদ্ধতি অনুসরনীয় হবে।

১২. অর্থায়ন ও বাজেট সহায়তা

স্বেচ্ছাসেবার প্রসার ও বিকাশে অর্থায়ন ও বাজেট সহায়তা হিসেবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম ও কৌশল গ্রহণ করা হবে:

১২.১ স্বেচ্ছাসেবার প্রসার ও বিকাশে অর্থ বরাদ্দ করা হবে;

১২.২ স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে সহায়তার জন্য তহবিল সংগ্রহের বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হবে;

১২.৩ স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিদপ্তর এবং তদারকি কমিটিসমূহকে কার্যাবলি পরিচালনার জন্য তহবিল সহায়তা প্রদান করা হবে।

১২.৪ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়, মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ইউনিটসমূহের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে।

১২.৫ জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হবে। স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে এমন জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় চাহিদার ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

১২.৬ বেসরকারি সংগঠন কর্তৃক অর্থায়ন ও তহবিল সহায়তা ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপ হবে :

১২.৬.১ স্বেচ্ছাসেবার প্রসারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ আন্তর্জাতিক উৎস হতে অর্থনৈতিক সহযোগিতার অনুসন্ধান করবে এবং স্বেচ্ছাসেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

১২.৬.২ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণে সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় কর্পোরেট দপ্তরসমূহ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য যাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে তারা অর্থায়ন করবে।

১২.৬.৩ উল্লিখিত অর্থদাতারা কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে।

১২.৬.৪ স্বেচ্ছাসেবক সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান যেমন-স্কাউটস, রেড ক্রিসেন্ট, সেলফ হেল্প গ্রুপ, ফাউন্ডেশন এবং আইএনজিও,এনজিওসমূহ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে স্বীকৃত হবে। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুবিভাগ এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যালোচনা, শক্তিশালীকরণ, অধিকতর সমন্বয় সাধন ও সহায়তা প্রদান করবে।

১৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

১৩.১. জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালার লক্ষ্য ও কৌশলসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি জাতীয় পর্যায়ের কাঠামো তৈরি করা হবে;

১৩.২ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এর স্বেচ্ছাসেবা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কৌশল, কর্মসূচি, প্রকল্প এ নীতিমালার আওতায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে।

১৩.৩ নীতিমালার আওতায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সঙ্গে পরামর্শ সাপেক্ষে একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গাইডলাইন প্রস্তুত করবে। অধিকন্তু, অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা নীতিমালা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে তাদের অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে।

১৩.৪ নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিমাপযোগ্য সূচকে নীতিমালাটির লক্ষ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অধিদপ্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ সম্পাদন করবে। জিডিপি ও জাতীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবকদের অবদান আরও সমৃদ্ধ করাই এ মূল্যায়ন জরিপের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

১৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

১৪..১ আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবা এখন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবকগণ আন্তর্জাতিক পরিসরে উন্নয়ন কাজে সহযোগিতার পাশাপাশি নিজেদের কমিউনিটির উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৪.২ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন/ বিশেষায়িত কার্যক্রম সম্পাদনে আনুষ্ঠানিক চাহিদার ভিত্তিতে দেশীয় স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবকদের সংযুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৪.৩ আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা (ইউএনভি), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট ফেডারেশন (আইএফআরসি) এবং ভিএসও (ভলন্টিয়ার সার্ভিস ওভারসিজ) এর সাথে কার্যকর সহযোগিতা সম্প্রসারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। অধিকন্তু, বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবীদের দেশের বাইরে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করার জন্য কারিগরী দক্ষতা অর্জনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৪.৪ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদেশে স্বেচ্ছাসেবার দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত স্বেচ্ছাসেবকদের অন্যান্য দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা নিবে। স্বেচ্ছাসেবার সর্বোত্তম চর্চা এবং বিদেশে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে জরুরি পরিস্থিতিতে দেশের বাইরে স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ করার জন্য প্রেরণ করা হবে।

১৪.৫ জাতিসংঘ, জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবা সংস্থা ও এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে জাতীয় উন্নয়নসহ যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়তা প্রদান করা হবে। এ সকল সংস্থার কাছ থেকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ কারিগরী সহায়তা এবং স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের প্রসারে আরও সহযোগিতা গ্রহণ করবে।

১৪.৬ কার্যকর সংযুক্তি, পরিষেবা নিশ্চিতকরণ, সমন্বয় এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক বাংলাদেশ'র (UNV Bangladesh) সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৫. গবেষণা ও প্রচার

দেশে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়ন কাউন্সিলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। জাতীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের অবদান মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তম স্বেচ্ছাসেবা চর্চার ডকুমেন্টেশনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে। যুগপৎভাবে, এই প্রচেষ্টায় উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পৃক্ততাও বাড়ানো হবে।

১৬.সংশোধন

জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালাটি প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার নিরীখে সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা যাবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা নীতিমালাটি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে সংশোধনের নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ করবে।

১৭. অস্পষ্টতা দূরীকরণ

এ নীতিমালার কোনো অনুচ্ছেদের বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মতামত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৮. ইংরেজি ভার্সন

এ নীতিমালাটির ইংরেজি ভার্সন করতে হবে। অর্থের ক্ষেত্রে কোন দ্ব্যর্থ বোধ হলে বাংলা অনুবাদ প্রাধান্য পাবে।

পরিশিষ্ট-ক

১১.৬.২(৩) স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়ন ও সমন্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ফ্রেমওয়ার্ক

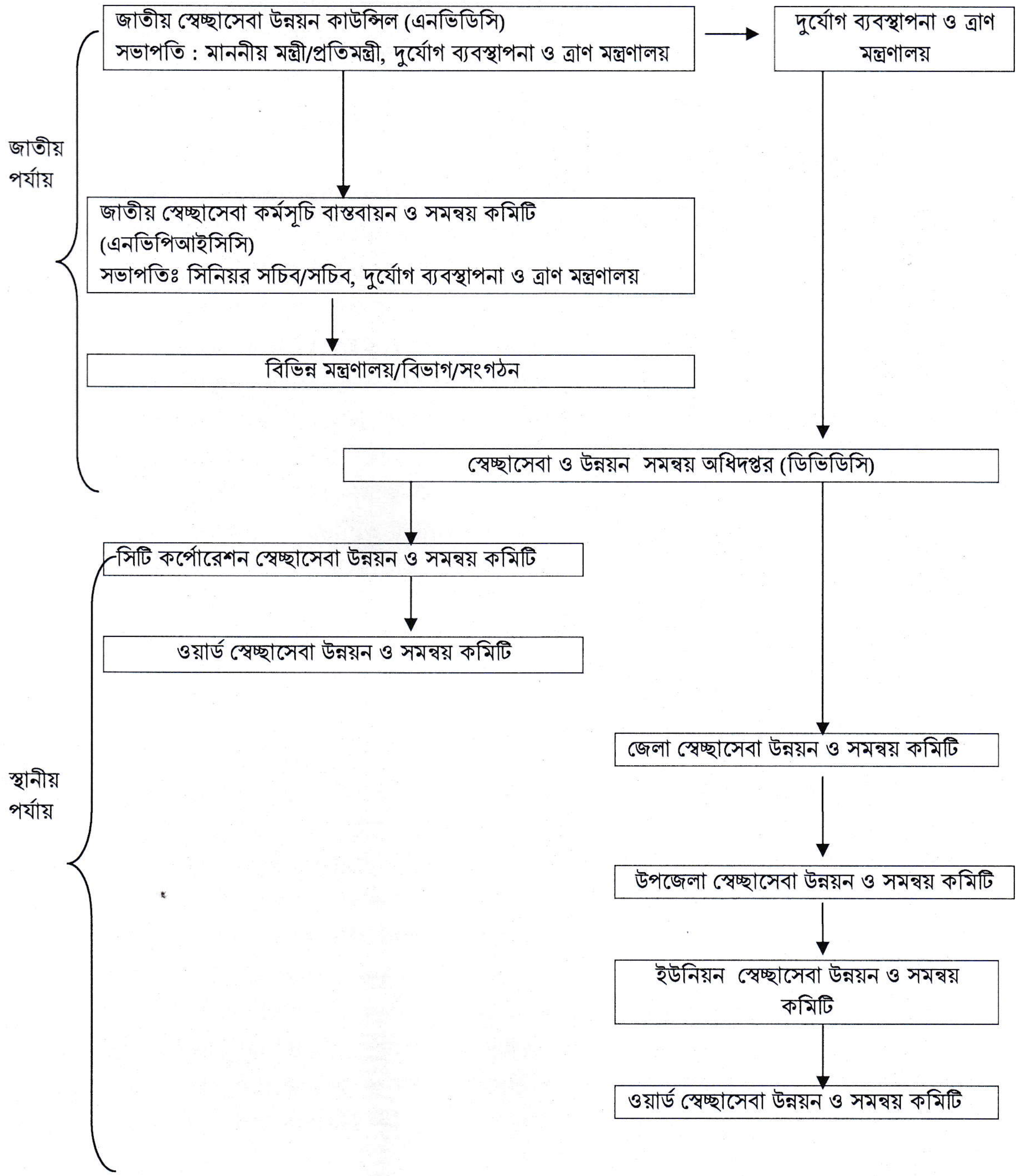

চিত্র-১: প্রাতিষ্ঠানিক ফ্রেমওয়ার্ক